সিসাঢালা প্রাচীর

মূল:

ইমাম ইবনু আবিদ দুনইয়া رحمه الله

অনুবাদ:

মুনীরুল ইসলাম ইবনু যাকির

সমর্পণ
প্রকাশন

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সিসাঢালা প্রাচীর

গ্রন্থস্বত্ব © সংরক্ষিত ২০২০

ISBN : 978-984-8041-67-3

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২০

প্রচ্ছদ : শরিফুল আলম

পৃষ্ঠাসজ্জা : আবদুল্লাহ আল মারুফ

মুদ্রণ ও বাঁধাই :
বই কারিগর, ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৯

অনলাইন পরিবেশক :
রকমারি.কম, ওয়াফি লাইফ

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ১২০ টাকা

প্রকাশক : রোকন উদ্দিন

সমর্পণ প্রকাশন

৩৪, মাদরাসা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮ ০১৭৭৯ ১৯ ৬৪ ১৯
facebook.com/somorponprokashon

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সূচিপাতা

আল্লাহর জন্য ভালোবাসার মহত্ত্ব - ৬

ভ্রাতৃত্বের প্রতি উৎসাহ-প্রদান - ১৬

মানুষ তার বন্ধুর দ্বীন গ্রহণ করে - ২০

ভালোবাসলে ভাইকে জানিয়ে দেওয়া - ২৮

আন্তরিকতার ভিত্তিতে যে হৃদয়গুলো একত্র হয়েছে - ৩১

(দ্বীনি) ভাইদেরকে বিপদে সান্ত্বনা দেওয়া - ৩৪

ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ - ৩৮

বিরতি দিয়ে দিয়ে সাক্ষাৎ করা - ৪১

মুসাফাহা আন্তরিকতা বাড়ায় - ৪৩

মুসাফাহার মহত্ত্ব - ৪৬

ভাইয়ের সাথে মুয়ানাকা (কোলাকুলি) - ৪৭

হাসিও যখন সদাকা - ৪৯

ভাইদের চুম্বন করা - ৫৩

ভাইদের জন্য উদারচিত্তে ব্যয় করা - ৫৬

ভাইদের খাবার খাওয়ানোর ফযিলত - ৬৮

ভাইদেরকে পোশাক দেওয়া - ৭৪

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আল্লাহর জন্য ভালোবাসার মহত্ত্ব

ঈমানের সবচেয়ে মজবুত হাতল

১. বা'রা ইবনু আযিব রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট বসা ছিলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন—'আচ্ছা, তোমরা কি জানো, ঈমানের সবচেয়ে মজবুত হাতল কোনটি?' আমরা বললাম, 'সালাত।' তিনি বললেন, 'অবশ্যই সালাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (একটি ইবাদাত)। কিন্তু এটা তো ঈমানের সবচেয়ে মজবুত হাতল নয়।' এরপর সাহাবিরা ইসলামের আরও অনেক ইবাদাতের কথা বললেন। যখন তাদের কারও কথাই সঠিক হলো না, তখন নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ فِي اللَّهِ وَتُبْغِضَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

'ঈমানের সবচেয়ে মজবুত হাতল হলো—তুমি আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে এবং তাঁর জন্যই ঘৃণা করবে।'[১]

আরশের ছায়ায় স্থান পাবে যারা

২. ইরবাদ ইবনু সারিয়াহ্ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

---

[১] হাদীসটি ইমাম ইবনু আবিদ দুন্‌ইয়া নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ-ও তার মুসনাদ-এ ইসমাঈল ইবনু যাকারিয়্যা থেকে লাইস ইবনু আবী সুলাইম-এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (হাদীস, ১৮৫২৪) তবে সেখানে أَوْثَقُ শব্দটির পরিবর্তে أَوْسَط শব্দ এসেছে। যদিও এর সনদে দুর্বলতা আছে, কিন্তু একাধিক সনদে বর্ণিত হওয়ায় আলবানি এটিকে হাসান বলেছেন। (আর-রাওযুন নাযির : ৬৫১)। —অনুবাদক

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي فِي ظِلِّ عَرْشِي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي

“যারা কেবল আমার মর্যাদার কারণে একে অপরকে ভালোবাসবে, তারা আমার আরশের ছায়ায় স্থান পাবে—যেদিন আমার ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না।”[২]

৩. মুআজ ইবনু জাবাল রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي ظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ

‘আল্লাহর বড়ত্বের কারণে যারা একে অপরকে ভালোবাসে এমন ব্যক্তিরা আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া পাবে, যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না।’[৩]

৪. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ بِظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي

‘(হাশরের মাঠে) আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দেবেন—‘কোথায় ওই সমস্ত লোকেরা, যারা কেবল আমার বড়ত্বের জন্যই একে অপরকে ভালোবাসত? আজকে তাদেরকে আমি আমার ছায়ায় আশ্রয় দেব, আর আমার ছায়া ছাড়া আজ কোনো ছায়া নেই।’[৪]

নবিরা পর্যন্ত ঈর্ষান্বিত হবেন যাদের প্রতি

৫. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَعِبَادًا يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ

‘আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছেন, যাদের ব্যাপারে নবি এবং শহীদরা পর্যন্ত ঈর্ষা করবেন।’

[২] আহমাদ, ১৭১৯৮; সনদ হাসান।
[৩] আহমাদ, ২২১১৭, সনদ সহীহ।
[৪] মুসলিম, ৬৭১৩; আহমাদ, ৭২৩১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

জিজ্ঞেস করা হলো, তারা কারা? (আমাদেরকে বলুন), আমরা যেন তাদেরকে ভালোবাসতে পারি।'

নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَمْوَالٍ وَلَا أَنْسَابٍ، وُجُوهُهُمْ نُورٌ وَهُمْ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ

'তারা হলো এমন সব লোক, যারা—না সম্পদের জন্যে, আর না আত্মীয়তার জন্যে—(বরং) শুধু আল্লাহর জন্যেই একে অপরকে ভালোবাসে। (হাশরের মাঠে) তাদের চেহারা হবে আলোর মতো উজ্জ্বল। তারা দাঁড়াবে নূরের মিম্বারের ওপর। যেদিন সমস্ত মানুষ ভয়ে কাঁপতে থাকবে, সেদিন তারা ভয় পাবে না। যেদিন সমস্ত মানুষ থাকবে চিন্তিত, সেদিন তারা চিন্তিত হবে না।'

এরপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন—

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

'জেনে রাখো, আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই, আর তারা চিন্তিতও হবে না।' (সূরা ইউনুস, ১০ : ৬২)।[৫]

৬. আবূ মালিক আশআরি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। একবার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (সালাত শেষে) লোকজনের দিকে ফিরে বসলেন। এরপর বললেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اسْمَعُوا وَاعْقِلُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللَّهِ

'হে লোকসকল! শোনো এবং বোঝার চেষ্টা করো। জেনে রাখো, আল্লাহ তাআলার এমন কিছু বান্দা আছেন, যারা নবিও নয়, শহীদও নয়, কিন্তু তারা আল্লাহর তাআলার পক্ষ থেকে এতটাই নৈকট্য ও উচ্চাসন পাবে যে, নবি এবং শহীদরা পর্যন্ত তাদেরকে ঈর্ষা করবেন।'

এক বেদুইন বলে উঠল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের কাছে তাদের বৈশিষ্ট্য ও বংশ-পরিচিতি বর্ণনা করুন।'

[৫] আবূ দাঊদ, ৩৫২৭; সনদ সহীহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

বেদুইনের কথা শুনে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুচকি হাসলেন। এরপর বললেন,

هُمْ نَاسٌ (مِنْ أَفْنَاءِ) النَّاسِ وَنَوَازِعِ الْقَبَائِلِ لَمْ تَصِلْ بَيْنَهُمْ أَرْحَامٌ مُتَقَارِبَةٌ، تَحَابُّوا فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَصَافَوْا، يَضَعُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ لِيُجْلِسَهُمْ عَلَيْهَا فَيَجْعَلُ وُجُوهَهُمْ نُورًا وَثِيَابَهُمْ نُورًا يَفْزَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَفْزَعُونَ وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

‘এরা হলো ওই সমস্ত লোক, যারা ঘনিষ্ঠ কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও একে অপরের সাথে আত্মীয়ের মতোই মিলে যায়। শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই একে অপরকে ভালোবাসে এবং একে অপরের ভুলগুলো শোধরে দেয়। (হাশরের মাঠে) তাদের বসার জন্য আল্লাহ তাআলা নূরের মিম্বার স্থাপন করবেন। তাদের চেহারা এবং বস্ত্রকে আলোর মতো উজ্জ্বল করে দেবেন। কিয়ামাতের দিন সমস্ত মানুষ যখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, তখন তারা থাকবে ভাবনাহীন। এরাই তো আল্লাহর ওলি। তাদের কোনো ভয় নেই, নেই কোনো দুশ্চিন্তা।’[৬]

৭. মুআজ ইবনু জাবাল রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন—

الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالصِّدِّيقُونَ

‘যারা মহামহিম আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবাসে—তারা কিয়ামাতের দিন আল্লাহর আরশের ছায়ায় নূরের মিম্বরে অবস্থান করবে। যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না। নবি এবং সিদ্দীকরা পর্যন্ত তাদেরকে ঈর্ষা করবে।’[৭]

আল্লাহ যাদেরকে ভালোবাসেন

৮. আমর ইবনু আবাসাহ্ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

[৬] আহমাদ, ২২৯০৬; হাকিম বলেছেন, ইসনাদটি সহীহ।
[৭] আহমাদ, ২২৭৮২; ইবনু হিব্বান, ৫৭৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَحَابُّونَ مِنْ أَجْلِي وَحَقَّتْ مَحَبَّتِي لِلَّذِينَ يَتَصَادَقُونَ مِنْ أَجْلِي

মহামহিম আল্লাহ বলেন, 'যারা আমার জন্য একে অপরকে ভালোবাসে, তাদেরকে ভালোবাসা আমার ওপর আবশ্যক হয়ে যায়। যারা আমার কারণে একে অপরের সাথে বন্ধুত্ব করে, তাদেরকে ভালোবাসাও আমার ওপর আবশ্যক হয়ে যায়।'[৮]

৯. উবাদাহ্ ইবনু সামিত রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন—

حَقَّتْ مَحَبَّتِي عَلَى الْمُتَحَابِّينَ، هُمْ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي

'যারা আমার কারণে একে অপরকে ভালোবাসে তাদেরকে ভালোবাসা আমার ওপর আবশ্যক হয়ে যায়। কিয়ামাতের দিন তারা আরশের ছায়ায় স্থান পাবে। যেদিন আমার ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না।[৯]

জান্নাতিদের আলোকিত করবে যারা

১০. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَمُودٍ مِنْ يَاقُوتٍ أَحْمَرَ فِي رَأْسِ الْعَمُودِ مِائَةُ أَلْفِ غُرْفَةٍ فَتُضِيءُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ كَمَا تُضِيءُ الشَّمْسُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا مَكْتُوبٌ فِي جِبَاهِهِمْ هَؤُلَاءِ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ

"যারা মহামহিম আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবেসেছে তারা এমন একটি লাল বর্ণের ইয়াকূত-স্তম্ভের ওপর অবস্থান করবে, যার ওপরের দিকে থাকবে এক লক্ষ কামরা। (ইয়াকূতের) স্তম্ভটি জান্নাতিদের মধ্যে আলো ছড়াবে, যেভাবে সূর্য দুনিয়াবাসীকে আলোকিত করে। তাদের কপালে

[৮] মাজমাউয যাওয়াইদ , ১৮০১৩ (শাব্দিক ভিন্নতা-সহকারে)।
[৯] সুয়ূতি, ফাতহুল কাবীর, ৮৩৪১; হাকীম সহীহ বলেছেন : আল-মুসতাদ্‌রাক, ৪/১৬৯।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

লেখা থাকবে—'এরা ওই সকল লোক, যারা আল্লাহর জন্যই পস্পরকে ভালোবাসত'।"[১০]

১১. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ عَمُودًا مِنْ ذَهَبٍ عَلَيْهِ مَدَائِنُ مِنْ زَبَرْجَدٍ تُضِيءُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ كَمَا يُضِيءُ الْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ فِي جَوِّ السَّمَاءِ

'নিশ্চয় জান্নাতে স্বর্ণের একটা স্তম্ভ আছে। তার ওপরে আছে পান্নার একটা শহর। এটি জান্নাতবাসীকে আলোকিত করবে, যেভাবে উজ্জ্বল তারকারাজি আকাশকে আলোকিত করে।'

(আবূ হুরায়রা বলেন) আমরা প্রশ্ন করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! এটা কাদের জন্য?' রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'যারা একে অপরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, তাদের জন্য।'[১১]

নূরের মিম্বারে দাঁড়াবে যারা

১২. আবূ সাঈদ খুদরি রদিয়াল্লাহু আনহু নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادًا عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ هُمُ الْمُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

'আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছে, কিয়ামাতের দিন যারা আরশের ছায়ায় নূরের মিম্বারের ওপর দাঁড়াবে। নবি এবং শহীদরা পর্যন্ত তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হবেন। তারা হলো ওই সকল লোক, যারা কেবল আল্লাহর জন্যই পরস্পরকে ভালোবাসত।'[১২]

[১০] ইবনু আবী শাইবাহ, আল-মুসনাদ, ৪১৬ (শাব্দিক ভিন্নতা-সহকারে) সনদে দুর্বল রাবি আছেন।
[১১] আসকালানি, মাতালিবুল আলিয়াহ, ২৭৫৯; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৯০০২; হাদীসটি সহীহ।
[১২] হিন্দি, কানযুল উম্মাল, ২৪৭০০; সহীহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

চোখ ধাঁধানো পোশাক হবে যাদের

১৩. আবদুর রহমান ইবনু সাবিত রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট হাদীস পৌঁছেছে যে, 'আল্লাহর ডানহাতের নিচে—আর আল্লাহর উভয় হাতই ডানহাত—একদল লোক নূরের মিম্বারের ওপর অবস্থান করবে। তারা এমন সবুজ পোশাক পরিধান করবে, যা দর্শকের চোখ ধাঁধিয়ে দেবে। অথচ তারা নবিও না, শহীদও না।'

প্রশ্ন করা হলো, 'তা হলে তারা কারা?' রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

قَوْمٌ تَحَابُّوا بِجَلَالِ اللَّهِ حِينَ عُصِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

'যখন আল্লাহর নাফরমানি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তখনও তারা আল্লাহর মহত্ত্বের ভিত্তিতে পরস্পরকে ভালোবেসেছিল।'[১৩]

এই ভালোবাসা তো আল্লাহরই দান!

১৪. ইবনু ফুযাইল রহিমাহুল্লাহ তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আবূ ইসহাকের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর একবার আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। আমি তাকে বললাম, 'আচ্ছা, আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে ভালোভাবেই চিনতে পেরেছি। তোমাকে আমি ভালোবাসি। আর এই ভালোবাসা প্রকাশে আমি কোনো সংকোচবোধ করি না।

لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ

'সারা দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি এদের অন্তর জোড়া দিতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের অন্তর জুড়ে দিয়েছেন।' (সূরা আনফাল, ৮ : ৬৩)

তুমি কি জানো, এই আয়াত কাদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে?

আবুল আহওয়াস আমার কাছে আবদুল্লাহর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, যারা আল্লাহর জন্যই পরস্পরকে ভালোবাসে, তাদের উদ্দেশ্য করে এই আয়াত নাযিল হয়েছে।'[১৪]

---

[১৩] ইবনুল মুবারাক, আয-যুহদ, ৫২২; বর্ণনাকারীগণ গ্রহণযোগ্য।

[১৪] তাবারি, আত-তাফসীর, ১৪/৪৭, বর্ণনা নং ১৬২৬১; বর্ণনাকারীগণ গ্রহণযোগ্য।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

যে ভালোবাসা ঈমানের অংশ

১৫. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'ঈমানের অন্যতম একটা অংশ হলো, একে অপরকে ভালোবাসা; যদিও তাদের মাঝে আত্মীয়তা বা ধন-সম্পদের কোনো ব্যাপার নেই। শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা।'[১৫]

ঈমানের মিষ্টতা লাভের আমল

১৬. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ، وَحَلَاوَتُهُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ فِي اللَّهِ وَيُبْغِضَ فِي اللَّهِ وَأَنْ لَوْ أُوقِدَتْ نَارٌ عَظِيمَةٌ لَوْ وَقَعَ فِيهَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُشْرِكَ بِاللهِ

"কারও মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকলে, সে ঈমানের মিষ্টতা ও স্বাদ পাবে:

১. আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয়;

২.তার ভালোবাসা আল্লাহর উদ্দেশে, ঘৃণাও আল্লাহর উদ্দেশে; এবং

৩. সে আল্লাহর সঙ্গে কোনোকিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে, এর চেয়ে তার কাছে অধিক প্রিয় হলো—প্রকাণ্ড আগুন জ্বালানো হলে সে তাতে পড়ে যাবে।"[১৬]

ঈমানকে পরিপূর্ণ করার আমল

১৭. আবূ উমামাহ বাহিলি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ

'যে আল্লাহর জন্যই ভালোবাসল, আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করল, (কাউকে কিছু) দিলে আল্লাহর জন্যই দিল, না দিলেও আল্লাহর জন্যই বিরত থাকল,

[১৫] বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, ৯০৩০ (শাব্দিক ভিন্নতা-সহকারে); বর্ণনাকারীগণ গ্রহণযোগ্য।
[১৬] বুখারি, ১৬; মুসলিম, ১৭৪ (শাব্দিক ভিন্নতা-সহকারে)।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সে তার ঈমানকে পূর্ণ করল।’[১৭]

সবচেয়ে মজবুত আমল

১৮. জুযলাহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি উম্মুদ দারদার সাথে এক মজলিসে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় হিশাম ইবনু ইসমাঈল তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘উম্মুদ দারদা! আপনি নিজের আমলের মধ্যে কোন আমলটিকে সবচেয়ে বেশি মজবুত মনে করেন?’

উম্মুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, ‘আল্লাহর জন্য ভালোবাসা।’[১৮]

আল্লাহর জন্যই সম্পর্ক স্থাপন করা

১৯. সাবিত বুনানি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আরাফার একটি পাহাড়ের নিচে অবস্থান করছিলাম। হঠাৎ দুজন যুবক এল। তাদের পরনে ছিল কাতানি জুব্বা। তাদের একজন আরেকজনকে এই বলে ডাক দিল—‘হে প্রিয়!’ অপরজন উত্তর দিল—‘বলুন, প্রিয়?’ তখন প্রথমজন বলল, ‘আচ্ছা, এই-যে আমরা পরস্পরকে আল্লাহর জন্যই ভালোবাসি, আল্লাহর জন্যই সম্পর্ক স্থাপন করেছি, তবুও কি আমাদেরকে কিয়ামাতের দিন কোনো শাস্তি দেওয়া হবে?’

সাবিত বুনানি বলেন, এমন সময় আমরা অদেখা একজন ঘোষককে ঘোষণা করতে শুনলাম—‘না, আল্লাহ তোমাদের কোনো শাস্তি দেবেন না।’[১৯]

যে ভালোবাসায় সম্মান মিলে

২০. আবূ উমামাহ্ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا أَحَبَّ عَبْدٌ عَبْدًا إِلَّا أَكْرَمَهُ اللهُ

‘যখন এক বান্দা অপর বান্দাকে (আল্লাহর জন্য) ভালোবাসে, তখন আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেন।’[২০]

---

[১৭] আবূ দাউদ, ৪৬৮৩; বর্ণনাকারীগণ গ্রহণযোগ্য।

[১৮] ইবনু আসাকির, তারিখু দিমাশক্, ৬৯/১৬৪।

[১৯] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ১০/১৭৬।

[২০] আহমাদ, ২২২৮৩, أَكْرَمَهُ الله এর পরিবর্তে أَكْرَمَ رَبَّهُ শব্দ এসেছে; সনদ সহীহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

আল্লাহর ওলি হওয়ার আমল

২২. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'তুমি আল্লাহর জন্যই ভালোবাসো, আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করো, আল্লাহর জন্যই বন্ধুত্ব করো, আল্লাহর জন্যই শত্রুতা করো, তা হলে তুমি আল্লাহর ওলির মর্যাদা লাভ করতে পারবে। আর এ ছাড়া বান্দা কখনোই ঈমানের স্বাদ উপলব্ধি করতে পারে না; তার সালাত, সিয়াম-সহ অন্যান্য আমল যত বেশিই হোক না কেন।'[২১]

নূরের চেহারা হবে যাদের

২৩. কাতাদা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

وُجُوهُ الْمُتَحَابِّينَ مِنْ نُورٍ

'আল্লাহর জন্য পরস্পরকে যারা ভালোবাসে (কিয়ামাতের দিন) এমন ব্যক্তিদের চেহারা হবে নূরের।'

[২১] ইবনু আবী শাইবাহ্, আল-মুসান্নাফ, ৩৫৯১৫; তাবারানি, মু'জামুল কাবীর, ১৩৫৩৭; সনদ সহীহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

ভ্রাতৃত্বের প্রতি উৎসাহ-প্রদান

লুকমান আলাইহিস সালাম-এর নসিহত

২৫. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লুকমান আলাইহিস সালাম তার সন্তানকে বলেছিলেন,

> ‘তাকওয়ার পরে সৎ-সঙ্গী গ্রহণের বেলায় তুমি কার্পণ্য কোরো না।’[২২]

জান্নাতে যাদের জন্য প্রাসাদ নির্মাণ হয়

২৭. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যই কাউকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করে, তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ বানানো হয়।’[২৩]

বন্ধুদের ব্যাপারে জানাশোনা

২৮. নাদর ইবনু মুহারিব তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন,

‘যাদেরকে আমি আল্লাহর জন্য ভালোবাসি, অবশ্যই আমি তাদের প্রত্যেকের নাম, তাদের বাবার নাম, তাদের গোত্রের নাম সম্পর্কে জানি। এমনকি তাদের বাসস্থানগুলোও চিনি।’

---

[২২] যুবাইদি, আল-ইতহাফ, ২/১৩২।
[২৩] যুবাইদি, আল-ইতহাফ, ৬/১৭৪।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মুহারিব বলেন, ‘তাদের বাসস্থানগুলোও আমি চিনি’-এর মানে আমি বুঝলাম যে, তিনি তাদের কাছে নিয়মিত যাওয়া-আসা করতেন।

সৎ-বন্ধুর উপকারিতা

২৯. উবাইদুল্লাহ ইবনুল হাসান রহিমাহুল্লাহ একবার এক লোককে বললেন, ‘শোনো, বেশি বেশি (নেককার) বন্ধু বানাও। তা হলে তোমার মৃত্যুসংবাদ শুনে তারা তোমার জন্য দুআ করবে।’[২৪]

৩০. মুযাহিম ইবনু আবী মুযাহিম তার কওমকে একবার কিছু নসিহত করলেন। একপর্যায়ে তিনি বললেন, ‘তোমরা বেশি বেশি (দ্বীনদার) বন্ধু বানাও। কারণ, শত্রুর সংখ্যা তো অনেক।’

দ্বীনি হৃদ্যতা আল্লাহর নিয়ামাত

৩২. উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা যদি তোমাদেরকে কোনো মুসলিম ব্যক্তির সাথে আন্তরিকতার নিয়ামাত দান করেন, তা হলে তোমরা তা সানন্দে গ্রহণ করো।’[২৫]

দ্বীনদার ভাই বেদ্বীন সন্তানের চেয়ে উত্তম

৩৪. আহনাফ ইবনু কাইস এক ব্যক্তির সাথে মিলে তার এক বন্ধুকে পত্র লিখলেন—“পর সমাচার এই যে, যখন তোমার সমচিন্তার কোনো ভাই তোমার কাছে আসে, তা হলে সে যেন তোমার শ্রবণ ও দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকে। নিশ্চয় সমচিন্তার দ্বীনি ভাই বখে-যাওয়া সন্তান থেকে উত্তম। খেয়াল করে দেখো, নূহ আলাইহিস সালাম-এর সন্তানের ব্যাপারে আল্লাহ কী বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সে তোমার পরিবারের কেউ নয়। তুমি বরং এ-জাতীয় লোকদের তালাশ করো, সফরে এবং বাড়িতে এদেরকেই সঙ্গী বানাও। তুমি এদেরকে কাছে টানলে এরা পাশে আসবে। আর দূরে ঠেলে দিলে এরা আল্লাহকেই যথেষ্ট মনে করবে। ওয়াস-সালাম।”

---

[২৪] আল-ইতহাফ, ৬/২৩৪।
[২৫] গাযালি, ইয়াহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন, ২/১৬১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

সুদিনের শোভা, দুর্দিনের সম্বল

৩৫. উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘ভাই হিসেবে গ্রহণ করো সত্যবাদী (মানুষদেরকে), তাদের পাশে বসবাস করো। কারণ, তারা হলো সুদিনের শোভা, আর দুর্দিনের সম্বল।’[২৬]

[২৬] যুবাইদি, আল-ইতহাফ, ৬/২০০

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

মানুষ তার বন্ধুর দ্বীন গ্রহণ করে

কাকে বন্ধু বানাচ্ছেন?

৩৭. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ

'মানুষ তার বন্ধুর দ্বীন দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং লক্ষ রেখো, তোমরা কাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করছ।'[২৭]

৩৮. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'মানুষকে তার বন্ধুবান্ধব দিয়ে বিচার করো। কেননা মানুষ (সেই রুচিস্বভাবের মানুষের) সাথেই বন্ধুত্ব করে, যে তাকে আকৃষ্ট করে।'[২৮]

৩৯. আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'ব্যক্তির চলনবলন, গমনাগমনের পরিবেশ ও ওঠাবসার মজলিস—তার মানসিকতার পরিচয় বহন করে।'

আবূ কিলাবাহ্ রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এ জন্যই কবি বলেছেন—কারও ব্যাপারে মানুষের কাছে জিজ্ঞেস না করে বরং তার সঙ্গীকে পর্যবেক্ষণ করো (তা হলেই তার অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবে)।'[২৯]

---

[২৭] আবূ দাঊদ, ৪৮৩৫; তিরমিযি, ২৩৭৮; সনদ সহীহ।
[২৮] ইবনু হিব্বান, রওযাতুল উকালা, ১০৯
[২৯] ইবনুল মুবারাক, আয-যুহদ, ৯৮৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

বিদআত প্রকাশ না পেলে

৪০. ইমাম আওযায়ি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আমাদের কাছে যার বিদআত প্রকাশ পায়নি, আমাদের প্রতি তার ভালোবাসাও গোপন থাকেনি।'

বন্ধুত্ব করুন মুমিনদের সাথে

৪১. আবূ সাঈদ খুদরি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا تَصْحَبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ

'মুমিন ব্যতীত কাউকে বন্ধু বানিয়ো না। আর মুত্তাকি ব্যতীত কেউ যেন তোমার খাবার না খায়।'[৩০]

উত্তম বন্ধুর পরিচয়

৪২. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সাহাবিগণ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলেন—'হে আল্লাহর রাসূল! উত্তম বন্ধু কে?' রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'উত্তম বন্ধু সে, আল্লাহর স্মরণে যে তোমাকে সাহায্য করে। আর আল্লাহর স্মরণ থেকে তুমি গাফিল হলে, যে তোমাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়।'

সাহাবিগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে বলে দিন, কারা আমাদের মধ্যে উত্তম; যাতে আমরা তাদেরকে বন্ধু বানাতে পারি এবং তাদের মজলিসে বসতে পারি।' রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

نِعْمَ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ الله

'তারাই তো উত্তম, যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।'[৩১]

উপকারী বন্ধু কেবল মুত্তাকিরাই

৪৩. একবার একলোক দাঊদ তাঈ রহিমাহুল্লাহ'র কাছে এসে বলল, 'আমাকে কিছু নসিহত দিন।'

---

[৩০] আবূ দাঊদ, ৪৮৩৪; তিরমিযি, ২৩৯৫; সনদ সহীহ।

[৩১] যুবাইদি, আল-ইতহাফ, ১/৪২২; সনদ সহীহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

তখন তিনি বললেন, ‘মুত্তাকি লোকদের সান্নিধ্য গ্রহণ করো। কারণ দুনিয়াবাসীর মধ্যে এরাই হলো তোমার জন্য সবচেয়ে কম ক্ষতিকর, আর সবচেয়ে বেশি উপকারী।’[৩২]

বন্ধুত্বের গুণাবলি

৪৪. আবূ আমর আওফি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (সালাফরা) উপদেশ দিতেন যে—‘তুমি এমন লোকদের সঙ্গী বানাও, যার সঙ্গ তোমার (নৈতিকতা) আরও সুন্দর হয়। যদি তুমি তার সেবায় নিয়োজিত হও, তা হলে তোমাকে আগলে রাখবে। যদি দরিদ্রতার শিকার হও, তা হলে রসদ সরবরাহ করবে। তোমার পক্ষ থেকে ভালো কিছু প্রকাশ পেলে স্মরণ রাখবে, ভুলে যাবে না। আর মন্দ কিছু প্রকাশ পেলে গোপন করে রাখবে। তুমি কথা বললে তোমার কথাকে সত্যায়ন করবে, সীমা অতিক্রম করলে সংশোধন করবে।’

অন্য কেউ কেউ আরও বলতেন, ‘তার থেকে অবিচার পাবে না। তোমার সাথে এককে সময়ে এককে নীতি অবলম্বন করবে না। তার কাছে কিছু চাইলে সে তোমাকে দিয়ে দেবে। চুপ থেকে প্রথমে তোমাকে কথা বলার সুযোগ দেবে। যদি কখনও তার সাথে বিবাদে জড়াও তবুও তোমার জন্য খরচ করবে।’[৩৩]

৪৫. উসমান ইবনু হাকিম আওদি রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘তুমি তারই সাহচর্য গ্রহণ করো, যে দ্বীনদারিতার ক্ষেত্রে তোমার চেয়ে ওপরে, আর দুনিয়াবি ক্ষেত্রে তোমার চেয়ে নিচে।’

সত্যিকারের ভাই যারা

৪৬. আমির ইবনু আবী আমির খায্যায রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘হাশিম ইবনুল কাসিম একবার আমাদেরকে বললেন, আচ্ছা, বলো তো সত্যিকারের ভাই কে? আমি তার প্রশ্নের জবাব দিলাম। তিনি বললেন, আরে না, বরং সত্যিকারের ভাই হলো—যে তোমার (শারীআসম্মত) রাগের কারণে রাগান্বিত হয়, আর আনন্দের কারণে আনন্দিত হয়।’

৪৭. উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘ভ্রাতৃত্ব হবে তাকওয়ার স্তর অনুযায়ী। তোমার অপমানের-কথা যে (শুনতে) চায়, তাকে ছাড়া অন্য কারও

[৩২] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৭/৩৪৬।
[৩৩] যুবাইদি, আল-ইতহাফ, ৬/২০১।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

কাছে এসব কথা বোলো না। তোমার প্রয়োজন তার কাছেই প্রকাশ কোরো, যে তা পুরো করতে আগ্রহী। জীবিতদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হোয়ো না, তবে মৃতদের যে-সকল গুণাবলির কারণে ঈর্ষান্বিত হওয়া যায় জীবিতদের সেই সব গুণাবলির প্রতি ঈর্ষান্বিত হও। আর আল্লাহভীরুদের সাথে নিজের বিষয়-আশয় নিয়ে পরামর্শ করো।’[৩৪]

৪৮. মুফাদ্দাল ইবনু গাস্‌সান তার বাবা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, সালাফরা বলতেন, ‘ওই ব্যক্তির সান্নিধ্য গ্রহণ করো, যে তোমার প্রতি করা অনুগ্রহের কথা ভুলে যায়।’

লুকমান আলাইহিস সালাম-এর নসিহত

৫১. লুকমান আলাইহিস সালাম তার ছেলেকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, ‘ছেলে আমার! আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করো, ভাইদের প্রতি সম্মান বজায় রাখো। আর সেসব লোকই যেন তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়, (কোনও কারণে) তোমরা পরস্পর পৃথক হয়ে গেলে, তাদের জন্য তুমি দোষারোপের শিকার হবে না।

পুরুষের সৌভাগ্যের ৪টি রহস্য

৫৩. আবদুল্লাহ ইবনুল হাসান রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘চারটি বিষয় পুরুষের সৌভাগ্যের অন্তর্ভুক্ত—১. যদি তার স্ত্রী হয় নেককার, ২. সন্তান হয় সৎকর্মশীল, ৩. বসবাস হয় নিজ শহরে, এবং ৪. যদি তার ভাই বা বন্ধুরা হয় নেককার।’[৩৫]

দ্বীনদার বন্ধু হলো আয়নার মতো

৫৫. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘একজন মুমিন অপর মুমিন ভাইয়ের জন্য আয়নার মতো। তার মধ্যে অপ্রিয় কিছু দেখলে সে ঠিক করে দেয়, তাকে বিপদমুক্ত রাখে, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তাকে স্মরণে রাখে। (জেনে রেখো) তোমার বন্ধুর নেক আমল থেকে তুমিও একটা অংশ পাবে। এমনকি তোমার প্রিয় মানুষদের আলোচনার মাধ্যমেও তুমি নেকির অংশ পেয়ে থাকো। অতএব তোমার এমন বন্ধু-বান্ধব, ভাই ও (হৃদ্যতাপূর্ণ) মজলিসগুলোর প্রতি আস্থা রাখো।’[৩৬]

[৩৪] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ১/৫৫।
[৩৫] মুনাভি, ফাইযুল কাদির, ৯২০।
[৩৬] ইবনুল মুবারাক, আয-যুহদ, ২৩২।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

আত্মীয়তার বন্ধন

৫৬. মুআবিয়া ইবনু কুররাহ্ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমরা বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব নিয়ে চিন্তা করে দেখলাম, আত্মীয়তার বন্ধনের তুলনায় এত মজবুত ও অটুট বন্ধন আর কিছুই নেই।'

কোমল আচরণ দিয়ে চিকিৎসা

৫৭. উমর ইবনু আবদিল আযীয রহিমাহুল্লাহ আবৃত্তি করেছিলেন,

'যে আমার সাথে গভীর হৃদ্যতা বজায় রাখে
আমি তাকে বিশুদ্ধ আন্তরিকতা নিবেদন করি, যা না ক্ষুদ্র, না তুচ্ছ।
যখন সে গুণাগুণ হারিয়ে ফোঁকলা হয়ে যাবে, তখন আমি তার চিকিৎসা করব কোমল আচরণ দিয়ে।
লোকেরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করে, কিন্তু যখন নিজেকে নির্মাণ করা থেকে বিরত হয় তখন সে তার শেকড়ে ফিরে যায়।'

বন্ধুত্বের মর্যাদা যে বোঝে তাকেই বন্ধু বানাও

৫৮. আবূ বকর ইবনু আইয়াশ রহিমাহুল্লাহ বলেন, জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের ভাইকে নসিহত করেছিলেন—'প্রিয় ভাই! ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ওই লোকের সাথেই জুড়ো, যে কিনা ভ্রাতৃত্বের মর্যাদা বোঝে, মানবিক গুণাবলির চর্চা করে। তুমি তার সামনে থাকো বা আড়ালে থাকো, সর্বাবস্থায় সে তোমায় মনে রাখে। অযথা সমালোচনা থেকে দূরে থাকে। যদি সে বন্ধু হিসেবে মিলিত হয়, তবে তো বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতা আরও বাড়িয়ে তুলবে। আর যদি শত্রু হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করে, তবুও কোনো ক্ষতি করবে না। তাকে দেখলেই তোমার মন প্রফুল্ল হবে। আর যদি তোমার মনের চাওয়ার সাথে সে মিলে যায়, তা হলে তো প্রশান্তিতে হৃদয় ভরে উঠবে।'

ভালোবাসার দাবি

৫৯. সালাফরা বলতেন, 'এক (মুমিন) ভাইয়ের প্রতি অন্য ভাইয়ের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য হচ্ছে—হৃদয়ের গভীর থেকে ভালোবাসা, ভাষা-সৌন্দর্য দিয়ে তাকে শোভিত করে তোলা, আর্থিক সহযোগিতা করা, আদব-কায়দা শিখিয়ে সুশৃঙ্খল করা এবং তার অনুপস্থিতিতে তার পক্ষ হয়ে সঠিক ও সুন্দর জবাব দেওয়া।'

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

৬০. আবদু কাইস গোত্রের জনৈক লোক তার সন্তানকে নসিহত করেছিলেন, 'প্রিয় বৎস! কারও সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলো না, যতক্ষণ না তার চালচলন, কাজকর্মের হাল-হাকীকত এবং তার সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে না পারো। যদি তার ব্যাপারে ভালো সংবাদ পাও এবং সম্পর্ক গড়তে আগ্রহী হও, তা হলে একে অপরের ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা করবে এবং বিপদাপদে সমবেদনা জানাবে—শুধু এ জন্যই ভ্রাতৃত্ব আর হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে তোলো।'

সর্বোত্তম ধনভাণ্ডার

৬১. জনৈক সালাফকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—'উত্তম ধনভাণ্ডার কোনটি?' তিনি বলেছিলেন,

أَمَّا بَعْدَ تَقْوَى اللّٰهِ فَالْأَخُ الصَّالِحُ

'আল্লাহভীতির পরে সর্বোত্তম ধনভাণ্ডার হলো সৎ-বন্ধু।'[৩৭]

রাতের নির্জনতায়

৬২. যখন নুমান ইবনুল মুনযির শামের উদ্দেশে সফরে বের হন তখন তার পিতা তাকে কিছু নসিহত করেন। তিনি বলেন—'ছেলে আমার! তোমাকে দুটো জিনিস করতে বারণ করব। প্রথমত : বন্ধুবান্ধবদের চারিত্রিক ত্রুটির সমালোচনা থেকে বিরত থাকবে। দ্বিতীয়ত : বেশি জানা ও ভালো বোঝার ভান করা থেকে বিরত থাকবে। আর তোমার প্রতি আমার নির্দেশ থাকবে, নিজের ব্যক্তিত্ব রক্ষার্থে কিছু খরচ করবে এবং টাকাপয়সা ও অর্থকড়ির ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে। আর শোনো, আমার দৃষ্টিতে তোমার জন্যে সর্বোত্তম কাজ হবে রাতের নির্জনতায় আল্লাহর সান্নিধ্যে মশগুল হওয়া।'

বন্ধুর অনুযোগ শোনো

৬৩. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, 'আমার সবচেয়ে প্রিয় ও হৃদ্যতাপূর্ণ বন্ধু মনে হয় তাকেই—যার কাছে গেলে সে আমাকে সাদরে গ্রহণ করে, আর অনুপস্থিত থাকলে আমার (অনুপস্থিতির) ওজরকে যৌক্তিক মনে করে।'

[৩৭] যুবাইদি, আল-ইতহাফ, ৬/১৮০; শাব্দিক ভিন্নতা-সহকারে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

ভাই, না বন্ধু প্রিয়?

৬৪. এক লোক খালিদ ইবনু সাফওয়ান বসরিকে বলল—'আচ্ছা, আপনার কাছে আপনার ভাই বেশি প্রিয়, নাকি বন্ধু বেশি প্রিয়? তিনি জবাব দেন,

إِنَّ أَخِي إِذَا لَمْ يَكُنْ لِي صَدِيقًا لَمْ أُحِبَّهُ

'আমার ভাই যদি আমার বন্ধুই না হয়, তা হলে সে আমার কাছে মোটেই প্রিয় নয়।'[৩৮]

[৩৮] যুবাইদি, আল-ইতহাফ, ৬/২৩০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com